দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

027 তারিখ 04 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ২ কলাম ... ...

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৩

# শিক্ষা ও অপরাধ প্রবণতা

"ঢাকা পদাতিকের" উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী "শিক্ষা সংকট, ও উত্তরণ' শীর্ষক সেমিনার শুরু হইয়াছে। উদ্বোধনী দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরসহ কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। তাঁহাদের বক্তব্যের মর্মবাণী হইল, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সন্ত্রাসমূলক কাজ-কর্ম শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কলুষিত করিতেছে। এবং সুষ্ঠু রাজনীতি ছাত্র-তরুণের সাবিক উন্নতির সহায়ক।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের শেষোক্ত অভিমত সম্পর্কে কাহারও কাহারও ভিন্নমত থাকিতে পারে। তবে প্রথম দুইটি বক্তব্য সম্পর্কে সাধারণভাবে কাহারও দ্বিমতের অবকাশ নাই। শিক্ষা একটি জাতিকে নূতন সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এই একটি বিষয়, যেক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার অর্থ শতকরা আশিভাগ সমস্যার সমাধান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তর-স্বাধীনতাকালে সমস্যাটির যত ত্বরিত সমাধান আশা করা গিয়াছিল, কার্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই। শিক্ষিতের হার এখনো পরিতাপজনকভাবে কম। পক্ষান্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট নৈরাজ্য প্রতিকারহীন গতিতে চলিতেছে। দিনে দিনে শিক্ষার মানই যে নিম্নগামী হইতেছে তাহা নয়, সৃষ্টি হইতেছে ভয়ঙ্কর এক জেনারেশন গ্যাপ। বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রায় নিষিদ্ধ এলাকা। এই এলাকার পথ মাত্রাতিরিক্ত সরু এবং বাহির হইবার রাস্তা নাই। এইচ-এস-সি পরীক্ষা পাস করার পর পূর্ণ এক-দেড় বছর বসিয়া থাকিতে হয়। ইহার পর প্রবেশ করিতে পারিলে চুলে পাক ধরিয়া যায়, বাহির হওয়ার পথ পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ সন্ত্রাসমূলক পরিবেশ এবং ব্যয়-বরাদ্দের স্বল্পতা। বর্তমানে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১ দশমিক শূন্য দুই ভাগ মাত্র। অথচ গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই খাতে ব্যয় মোট জাতীয় ব্যয়ের পাঁচ-সাত ভাগ হওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসমূলক কাজ-কর্ম চলিতেছে। বছরের পর বছর ধরিয়া প্রতিকারের দাবী জানানো সত্ত্বেও প্রতিকার হয় নাই। পারস্পরিক দোষারোপ আর রাজনৈতিক কূটচালের ভিতর দিয়াই দায়িত্ব শেষ করা হইতেছে। পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে জাতি।

অপরাধ-প্রবণ একটি সমাজে শিক্ষাঙ্গনের কলুষিত পরিবেশ নির্মল করা সহজ-সাধ্য নয়। সমাজের বৃহৎ একটি অংশ জুড়িয়া অপরাধপ্রবণতা গিজ গিজ করিতেছে। উপর হইতে নীচ পর্যন্ত কোথাও উহার ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মোটা অংশটির মাথায় সব সময় অপরাধ চিন্তা কিলবিল করে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে সমাজের উপরস্থ জঞ্জাল আগে সাফ করিতে হইবে। সেখানকার চিন্তা-চেতনাকে করিতে হইবে নির্মল। কারণ, জলস্রোত উপর হইতে নীচে গড়ায়। তাই সমাজের উপর দিককার মগজ যদি পরিচ্ছন্ন হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ধীরে ধীরে সুস্থ না হইয়া পারে না। পক্ষান্তরে অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা প্রয়োজন। আজ যাহারা সমাজপতি, রাষ্ট্রের পরিচালক কিংবা 'জাতীয় নেতা' তাঁহাদের মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, পতনশীল শিক্ষার প্রতিকারহীন গতির অভিঘাত হইতে তাহারাও নিস্তার পাইবেন না। ইতিহাসের কাছে তাঁহাদের অবশ্যি দায়ী থাকিতে হইবে।